# সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৫তম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ বৈশাখ- ১৪২৮, এপ্রিল-মে, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮



বরিশাল সদরে কৃষকের মাঝে .... ২ | বগুড়ার গাবতলীতে কম্বাইন .... ৩ | ফুলবাড়িয়ায় মাঠ দিবস ও কৃষক.... ৪ | কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৭ তলা .... ৫ | পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ভর্তুকি .... ৬


## সফলভাবে বোরো ধান ঘরে তুলতে পারলে খাদ্যের কোন সংকট হবে না : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*বানিয়াচংয়ের হাওড়ে ধান কাটার উদ্বোধন ও ভর্তুকির আওতায় ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার কৃষকের মাঝে বিতরণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

সারা দেশের বোরো ধান সফলভাবে ঘরে তুলতে পারলে করোনাকালেও দেশে খাদ্য নিয়ে কোন সংকট হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, মহামারি করোনাকালে খাদ্য নিয়ে মানুষকে যাতে আতঙ্কে থাকতে না হয়, খাদ্যের যাতে কোনো অভাব না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দৃঢ়ভাবে কাজ করছে। এবার বোরোর আবাদ লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি হয়েছে। এবছর বৃষ্টিপাত কিছুটা কম হয়েছে, তারপরও ভাল ফলন হবে। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে ও হাওড়সহ সারা দেশের বোরো ধান সফলভাবে ঘরে তুলতে পারলে দেশে খাদ্য নিয়ে সংকট থাকবে না। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৩ এপ্রিল ২০২১ শুক্রবার হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার যাত্রাপাশা গ্রামে হাওড়ে বোরো ধান কর্তন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। বানিয়াচং উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

হাওড়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নানামুখী কর্মসূচির উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, হাওড়ের বিশাল জমিতে বছরে মাত্র একটি ফসল বোরো ধান হয়। এ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে কৃষকদের উন্নত জাতের হাইব্রিড ধান দেয়া হবে। এ ছাড়া, হাওড়ের অনেক

*এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩*

## ১০ লাখ টন ধানের উৎপাদন বাড়বে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রেস ব্রিফিং কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, ইতোমধ্যে হাওড়ের শতভাগ ও সারা দেশের শতকরা ৬৪ ভাগ বোরো ধান কর্তন শেষ হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই অবশিষ্ট ধান কর্তন সম্পন্ন হবে। সারা দেশে এবছর ৪৮ লাখ ৮৩ হাজার ৭৬০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১১ মে ২০২১ মঙ্গলবার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'বোরো ধানের উৎপাদন পরিস্থিতি ও কৃষির সমসাময়িক

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

## ধান-চাল ক্রয়ের জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করা হয়েছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর নানা কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান-চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে গত বছরের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ বছর ধান-চালের অত্যন্ত যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যা বাজারের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বছর ধান-চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৫ মে ২০২১ বুধবার সচিবালয়ের

*এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩*

## বরিশাল সদরে কৃষকের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ

বরিশাল সদরের উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২৭ এপ্রিল ২০২১ একজন কৃষকের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ সাইদুর রহমান রিন্টু। উপজেলা কৃষি অফিসার মোসা. ফাহিমা হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান রেহানা বেগম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার তানজিলা আহমেদ, এইও মো. মাহফুজুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী সৈয়দ মাঈনুল মাহমুদ প্রমুখ।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

## আদমদীঘিতে সমলয় চাষাবাদের ব্লক প্রদর্শনীতে ধান কর্তনের উদ্বোধন

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় কম্বাইন হার্ভেস্টারের সাহায্যে ধান কর্তন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ মে ২০২১ মঙ্গলবার উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী প্রান্নাথপুর গ্রামে কম্বাইন হার্ভেস্টারের সাহায্যে ধান কর্তন কার্যক্রম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন আদমদীঘি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ সিরাজুল ইসলাম খান রাজু।

চলতি মৌসুমে আদমদীঘী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সমলয় মাধ্যেমে গত ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০২০ ট্রেতে বপন কৃত বীজ থেকে উৎপন্ন ২৯ দিন বয়সের চারা রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের সাহায্যে গত ১৯ জানুয়ারি ২০২১ রোপণের পর ১০৭তম দিনে ধান কর্তন করা হয়। জাত এসিআই হাইব্রিড ধান৬। সমলয় পদ্ধতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে উৎপাদন বাড়বে। কৃষি খাতে যে শ্রমিক সংকট হয়, তা কাটবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সীমা শারমিন। এ সময় আরোও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মিঠু চন্দ্র অধিকারীসহ উপজেলা বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী।

*মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী*

## সফলভাবে বোরো ধান ঘরে তুলতে পারলে

*প্রথম পাতার পর*

জায়গায় সেচের অভাবে জমি পতিত থাকে বা সেচের প্রয়োজন হয়। এসব জায়গায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বিএডিসির মাধ্যমে খাল খনন ও পুনঃখননের জন্য শীঘ্রই প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পরে কৃষিমন্ত্রী বানিয়াচংয়ের হাওড়ে ধান কাটার উদ্বোধন করেন ও ভর্তুকির আওতায় ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার কৃষকের মাঝে বিতরণ করেন। এছাড়া, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

যন্ত্র বিতরণ শেষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি অত্যন্ত উদারভাবে কৃষকদেরকে নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছেন। ৭০% ভর্তুকিতে অর্থাৎ ২৮ লাখ টাকার কম্বাইন হারভেস্টার ২১ লাখ টাকাই সরকার দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদরদি বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, হাওড়ে অনেক সময় আগাম বন্যা এসে ধান নষ্ট করে ফেলে। সেজন্য, দ্রুততার সাথে ধান কাটার জন্য যন্ত্র দেয়া হয়েছে। আগামীতে আরও বেশি করে দেয়া হবে, ২ বছর পরে ধান কাটার যন্ত্রের কোন অভাব হবে না, হাওড়ে যত যন্ত্রের প্রয়োজন হবে তা দেয়া হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাইকে ধান কাটায় এগিয়ে আসার ও এ বিষয়ে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো: আবু জাহির, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, ব্রির মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ উল্যা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হবিগঞ্জের উপপরিচালক মো: তমিজ উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

### পুষ্টি কর্নার ঃ গোলাপ জাম

*সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা*

গোলাপ জামে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন ও ভিটামিন ‘সি’ রয়েছে। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম গোলাপ জামে খনিজ পদার্থ ০.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ২৩.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১৪১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন ‘সি’ ৫৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

## বগুড়ার গাবতলীতে কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ব্রি ধান২৮ নমুনা কর্তন

বগুড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: দুলাল হোসেন করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংকটের কারণে বিপাকে পড়া কৃষকদের সুবিধার জন্য সরকারি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বিতরণকৃত কম্বাইন হারভেস্টার মাধ্যমে রামেশ্বরপুর ব্লকে ধান কাটা অনুষ্ঠান ২৮ এপ্রিল ২০২১ উদ্বোধন করেন।

তিনি জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বাম্পার ফলনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে সরকার ঘোষিত লকডাউন থাকায় কৃষি শ্রমিকের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে না। ফলে কৃষকরা পাকা ধান নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন। আর এ সময় স্বল্প সময়ে কম শ্রমিক ব্যবহার করে একইসঙ্গে ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দি করতে কম্বাইন হারভেস্টার খুবই উপযোগী। কৃষি শ্রমিক সংকটের কারণে উন্নত প্রযুক্তির এ মেশিনের দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা। তিনি আরো জানান ধান পেকে গেলে যত দ্রুত সম্ভব কেটে ঘরে তুলার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: মেহেদী হাসান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কৃষক কৃষানি। এই সময় স্থানীয় মাঠে নমুনা ধান কর্তন করা হয়। এখানে ব্রি ধান ২৮ জাতের নমুনা শস্য কর্তনে ফলন পাওয়া যায় ৬.৫ মে:টন প্রতি হেক্টর।

*মো. এমদাদুল হক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী*

## বরিশাল সদরে কৃষকদের মাঝে আউশের বীজ ও সার বিতরণ

বরিশাল সদরে কৃষকদের মাঝে আউশের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০২১ উপজেলা চত্বরে এ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ মো. সাইদুর রহমান রিন্টু। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সবসময় কৃষকের পাশেই আছে। করোনা মহামারির মধ্যে কৃষি উৎপাদনকে স্বাভাবিক রাখতে এ প্রণোদনার আয়োজন। আর তা বাস্তবায়নে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করতে হবে। এর মাধ্যমেই হবে খাদ্য নিশ্চিতকরণে সহায়ক।

উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মুনিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো. মাহবুবুর রহমান মধু এবং উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান রেহেনা বেগম। এছাড়াও উপজেলা কৃষি অফিসারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্ত-কর্মচারী, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, কৃষক-কৃষানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, চলতি খরিফ-১ মৌসুমের প্রণোদনার অংশ হিসেবে উপজেলার ৮শ' ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকের প্রত্যেককে ১ বিঘা জমির জন্য ব্রি ধান৪৮'র ৫ কেজি বীজ, সে সাথে ২০ কেজি ডিএপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হয়। *নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

## কুমিল্লায় ডাল, ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন

''কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়)'' প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থাপিত সরিষা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর আওতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), আদর্শ সদর, কুমিল্লা এর বাস্তবায়নে ৪ মে ২০২১ বিবির বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ, অরণ্যপুর কৃষক মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। রিভিউ ডিসকাশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন তুহিন, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, ডিএই, কুমিল্লা। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ আউলিয়া খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার, আদর্শ সদর কুমিল্লা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মো. আলমগীর হোসেন, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মাহফুজা আহমাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী।

*মো.মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

*অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন তুহিন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, ডিএই, কুমিল্লা*

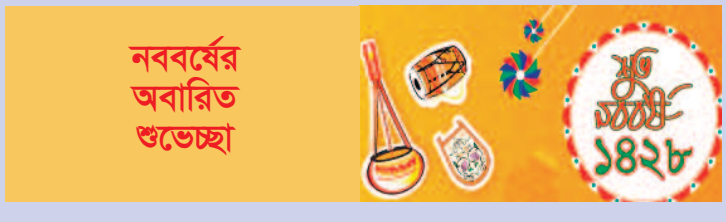

## ফুলবাড়িয়ায় মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

*অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, ডিএই*

ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলায় আন্দারিয়াপাড়া ব্লকে ২০২০-২১ অর্থবছরে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ৭ মে ২০২১ মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ মোঃ আব্দুল মালেক সরকার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়িয়া এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি জমি ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে, সাথে সাথে বাংলাদেশ ধান গবেষণার বৈজ্ঞানিকগণ নতুন নতুন ধানের জাত আবিষ্কার করে ধানের ফলন ক্রমে বৃদ্ধি করেছেন। সেই লক্ষ্যে, আজ আপনাদের মাঠে ব্রি ধান৮৯ এর ফসল মাঠে শোভা পাচ্ছে। এতে বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বীজের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে আশা করছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল মাজেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল, কৃষিবিদ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, ডিএই ও কৃষিবিদ মোঃ মতিউজ্জামান, উপপরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, ময়মনসিংহ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষকদের মাঝে ধান শুকানোর ড্রায়ার, ধান সংরক্ষণের জন্য কোকন ও বাজার জাতকরণের জন্য বস্তা সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

*সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, ময়মনসিংহ*

## মেহেরপুর সদরে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

মেহেরপুর সদরে উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০২০-২১ অর্থবছরের খরিপ-১/২০২১-২২ মৌসুমে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনী ২৮ এপ্রিল ২০২১ উপজেলা প্রশাসন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

চলমান লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি মেনে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো : মাসুদুল আলম এর সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা প্রাশাসক ড. মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৫০% ভর্তুকি ও কৃষিতে প্রনোদণা দিচ্ছে। যাতে ফসলের উৎপাদন খরচ কম

*এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩*

## ধান-চাল ক্রয়ের জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক দাম

প্রথম পাতার পর

অফিস কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি খুলনা জেলায় 'কৃষকের অ্যাপ' এ সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে লটারির মাধ্যমে ধান ক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। খুলনা জেলা প্রশাসন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি ও কৃষকবান্ধব। কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোই তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ফলেই অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় এই অভূতপূর্ব সাফল্য সারা পৃথিবীর কাছে আজ এক বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে।

খুলনার কৃষিতে বিপ্লব আনা হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কৃষির আমূল পরিবর্তনে সরকার কাজ করছে। লবণাক্ত জমিতে চাষের উপযোগী ফসলের বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তি ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলো চাষের মাধ্যমে লবণাক্ত জমিতে অনেক সাফল্য এসেছে। আরও নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন অব্যাহত থাকবে যাতে করে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কৃষি বিপ্লব ঘটানো যায়।

খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য নারায়ন চন্দ্র চন্দ, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো: ইসমাইল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি , কৃষি মন্ত্রণালয়*

সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর শুভেচ্ছা

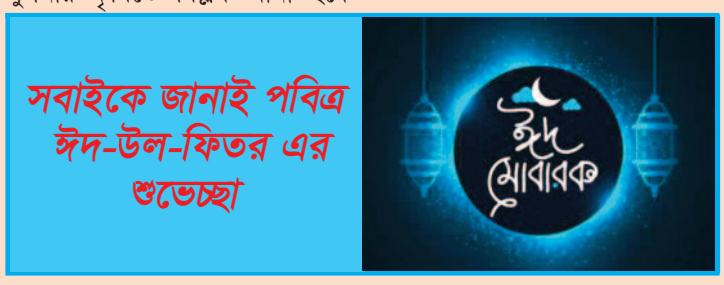

## কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৭ তলা বিশিষ্ট প্রেস ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু

*মাটি কেটে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করছেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ মহাপরিচালক, ডিএই*

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রেস ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ৬ মে ২০২১ বৃহস্পতিবার কৃষি

সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা প্রাঙ্গণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৭ম তলা বিশিষ্ট প্রেস ভবনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মূল ভবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে তৈরি করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী আব্দুল মান্নান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, এ কে এম মনিরুল আলম, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষিবিদ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সভাপতি, বিসিএস কৃষি এসোসিয়েশন, কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জনাব মোঃ সাকিউল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা । এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

*কৃষিবিদ তাপস কুমার ঘোষ, মনিটরিং এণ্ড ইভালুয়েশন অফিসার, কৃতসা, ঢাকা*

**কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে**

## রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ভিত্তিবীজ আলু উৎপাদনের উপর অনুষ্ঠিত মাঠ দিবস

*প্রদর্শনকৃত ভিত্তিবীজ আলু পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) বিএডিসি*

"মুজিববর্ষে বিএডিসি, কৃষি সেবায় দিবানিশি" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৪ এপ্রিল ২০২১ নীলফামারীর ডোমারের সোনারায় ইউনিয়নের ভিত্তিবীজ আলু উৎপাদন খামার হল রুমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন নতুন জাতের আলু প্রদর্শনী, রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী এবং মাল্টিলোকেশন পারফরম্যান্স যাচাইকৃত জাতের উপরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডোমার ভিত্তি বীজ আলু খামারের উপপরিচালক আবু তালেব মিঞা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) বিএডিসি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি, হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবীর হোসেন প্রকল্প পরিচালক (মাবীউকৃবিপ্র) বিএডিসি এবং সুভাষ চন্দ্র ঘোস, যুগ্ম পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রন) বিএডিসি ।

প্রধান অতিথি বলেন, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাদয়ের নির্দেশনায় আলুর ফসলকে ডিনটিফিকেশনের আওতায় আনায় বিএডিসি, ডোমার ভিত্তিবীজ আলু উৎপাদন খামারে গত উৎপাদন মৌসুমে শিল্পে ব্যবহার, রপ্তানি ও খাবার উপযোগী অধিক ফলনশীল আলুর ১৯টি জাত বাছাইয়ের জন্য প্রথম বছর পরিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

বিএডিসির গবেষণা সেল কর্তৃক ভালো পারফর্মকৃত জাতগুলো পুনঃপুন যাচাই-বাছাই বিবেচনা করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি উৎপাদন মৌসুমে নতুনভাবে আমদানিকৃত ১১টি জাতের পরিক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে।

বিএডিসি কর্তৃক এ বছর ৫ হাজার মে:টন আলু রপ্তানির মাধ্যমে সরকারিভাবে আলু রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হয়।

*কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাইল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর*

## মেহেরপুর সদরে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে

*চতুর্থ পাতার পর*

হয় এবং কৃষক লাভবান হতে পারে। তিনি আরো বলেন করোনাকালীন সময়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টির ঘাটতি নিরসনে কৃষি বিভাগ নিরলস কাজ করছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুধীজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ নাসরিন পারভিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে রাখেন, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক একেএম কামরুজ্জামান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুনেসসা লতা, কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির উপস্থিতে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে জনপ্রতি আউশ ধানের বীজ-০৫ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি হারে কৃষকদের বিতরণ করা।

*মো.জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা*

## পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ভর্তুকি দেয়া হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, পাটবীজের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল না থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। দেশে পাটবীজ উৎপাদনের মূল সমস্যা হলো অন্য ফসলের তুলনায় কম লাভজনক হওয়ায় কৃষকেরা চাষ করতে চায় না। পাটবীজে কৃষকদের আগ্রহী করতে ও কৃষকেরা যাতে চাষ করে লাভবান হয় সেজন্য প্রণোদনা বা ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে 'একটি সমন্বিত প্রকল্প' গ্রহণের কাজ চলছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৯ এপ্রিল ২০২১ বৃহস্পতিবার 'পাটবীজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার' ভার্চুয়াল সভায় এ কথা বলেন।

সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মো: মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা ও সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সময়োপযোগী উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাটের জিনোম আবিষ্কার করেছে। সেই জিনোম ব্যবহার করে দেশের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে; যার ফলন ভারতের পাটজাতের চেয়ে অনেক বেশি।

কৃষকপর্যায়ে এসব জাতের চাষ জনপ্রিয় করতে পারলে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেজন্য, এসব দেশিয় জাত দ্রুত জনপ্রিয় করতে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। তিনি এসময় কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা, সম্প্রসারণকর্মী ও বিজ্ঞানীদেরকে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য রোডম্যাপ বাস্তবায়নে দ্রুততার সাথে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, পাটবীজ চাষের জন্য জমির স্বল্পতা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সুগার মিলের জমি পাটবীজের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সভায় জানান হয়, দেশে বর্তমানে উৎপাদিত পাটের ৮৫ ভাগই তোষা জাতের পাট। এ পাটবীজের চাহিদার প্রায় ৮৫-৯০ ভাগ ভারত থেকে আনতে হয়। এই বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ৫ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ এই ৫ বছরের মধ্যে দেশে ৪ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য

*শেষ পাতার পর*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৪ এপ্রিল ২০২১ শনিবার বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ভেটেরিনারি পরিষদ আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ভেটেরিনিয়ানদের উদ্দেশ্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে এ খাতকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। সকলের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে হবে। পুষ্টিসম্মত খাবারের নিশ্চয়তার জন্য মানুষের আয় বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে হবে। নাহলে পর্যাপ্ত খাবার উৎপাদন করলেও মানুষ তা কিনতে ও ভোগ করতে পারবে না।

দারিদ্র্য বিমোচনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে কৃষি উল্লেখ করে তিনি বলেন দেশে এখনো ২৮ ভাগ লোকের একটি কুঁড়েঘর ছাড়া কোনো জায়গা জমি নেই, ৫৬ ভাগ লোক ভূমিহীন। আমরা বিভিন্ন প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফসল চাষের কথা বলছি। যার জমি নাই, সে কিভাবে করবে। তাদের দারিদ্র্য কিভাবে কমবে। এ ছাড়া সরকার আগামীতে দারিদ্র্য ১২ ভাগে এবং অতিদরিদ্র ৫ ভাগে নামিয়ে আনতে নিরলস কাজ করছে। আমি মনে করি, এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ। 'ভেটেরিনিয়ান রেসপনস টু দ্য কভিড-১৯ ক্রাইসিস' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. এ এস মাহফুজুল বারী। অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য দেন বাকৃবি এলামনাই এসোসিশেনের নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ বদিউজ্জামান বাদশা, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মতিয়ার রহমান হাওলাদার, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রহমান খান, বাকৃবি বাউরেসের পরিচালক প্রফেসর ড. আবু হাদি নূর আলী খান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান ও ডা. মো. আওলাদ হোসেন প্রমুখ।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর হিট শকে ধান ফসলের মাঠ

*শেষ পাতার পর*

জবাবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশজুড়ে হিট শকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার জন্য সরকার ইতোমধ্যে ৪২ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ও সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। একই সঙ্গে সরকার চাচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে দেশের মেহনতি কৃষকভাইদের এমন বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে না হয়। সে জন্যই উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে।

*এম এ কাশেম, প্রযুক্তি সম্পাদক ও প্রধান প্রকাশনা ও জনসংযোগ, ব্রি, গাজীপুর*

## বরিশাল অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পুরস্কার বিতরণ

বরিশাল অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৯ এপ্রিল ২০২১ বরিশালের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) খামারবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএই'র অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। তিনি বলেন, পুরস্কার অনেকেই পাওয়ার যোগ্য। যারা পাননি ভবিষ্যতে তারাও পাবেন। যারা পেয়েছেন তাদের দায়িত্ব আরোও বেড়ে গেল। এ ধারা বজায় রাখতে হবে। কৃষকের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলাপ্রতি ১ জন করে ৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন, বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার মো. মামুন সরদার, ঝালকাঠি সদরের এম এ হান্নান খান, পটুয়াখালী কলাপাড়া উপজেলার মো. মিজানুর রহমান, বরগুনা সদরের সহিদুর রহমান, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার সুমন কুমার কর্মকার এবং ভোলার দৌলতখান উপজেলার মো. বেনজির আহমেদ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

# ১০ লাখ টন ধানের উৎপাদন বাড়বে

*প্রথম পাতার পর*

বিষয়' নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ের শতভাগ ধান ঘরে তুলতে পারা অত্যন্ত আনন্দের ও স্বস্তির উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, হাওড়ভুক্ত ৭টি জেলায় এ বছর বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৫৩৪ হেক্টর জমিতে; যা দেশের মোট আবাদের প্রায় ২০ শতাংশ। আর শুধু হাওড়ে আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫১ হাজার ৭৭০ হেক্টর জমিতে।

**হাওড়ে শতভাগ, সারা দেশের ৬৪ ভাগ বোরো ধান কর্তন সম্পন্ন**

ধানকাটা মেশিন দ্রুত মাঠে দেয়া এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে শ্রমিকের সময়মতো যাতায়াত সুগম করার ফলেই এ বছর দ্রুততার সাথে ধান কাটা সম্ভব হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। এবছর ধান কাটতে ২৬২০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৭৮৯টি রিপার মাঠে চলমান আছে। 'প্রতি বছর কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ক্ষেত্রে এটি নতুন মাত্রাযোগ করেছে। 'অঞ্চলভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে ধান কাটাসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদেরকে দেয়া হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা'।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বছর বোরোতে ২ কোটি ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা । গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ৯৬ লাখ টন। এখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত না আসলে বোরো ধান উৎপাদনে আর কোন প্রভাব পড়বে না বলে আশা করা যায়। গত বছরের তুলনায় কমপক্ষে ১০ লাখ টন ধান উৎপাদন বেশি হবে।

এবছর গড় ফলনের পরিমাণও বেশি হচ্ছে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, গত বছর দেশে বোরো ধানের গড় ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৩.৯৭ মেট্রিক টন; এবছর গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৪.১৭ মে.টন। অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে উৎপাদন বেড়েছে এবছর ০.২০ মে.টন (৫.০৪%)। তবে সারা দেশের শতভাগ ধান কাটা হয়ে গেলে গড় ফলনের পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবেও বলে জানান তিনি।

হিটশকে ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষিদেরকে জনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে নগদ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ১০৫ জন কৃষককে জনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে নগদ সহায়তা প্রদান শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। এতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

চলতি আউশ মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধিতেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এবছর ১৩ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ আবাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৪ লক্ষ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন চাল। এ লক্ষ্য অর্জনে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষককে (কৃষক প্রতি ১ বিঘা) চাষের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, মৌলভীবাজার জেলার পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে ৩ হাজার কৃষকের মাঝে ১৫ মেট্রিক আউশ বীজ বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, আগামী ৩ বছরের মধ্যে পেঁয়াজ ও পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কৃষকদের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

*অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জাতীয় সংসদ সদস্য ডা: অধ্যাপক আব্দুল আজিজ*

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০২০-২১ অর্থবছরের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রগতিশীল কৃষকদের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন বিতরণের উদ্বোধন ১৭ এপ্রিল ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইফ্ফাত জাহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তাড়াশ ও রায়গঞ্জ আসনের সম্মানিত জাতীয় সংসদ সদস্য ডা: অধ্যাপক আব্দুল আজিজ। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, করোনাকালীন সময়ে কৃষি শ্রমিক সংকট নিরসনে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের কোন বিকল্প নেই। কৃষি শ্রমিক, সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের সুবিধার জন্য বর্তমান সরকার ৫০% ভর্তুকিতে এ যন্ত্রটি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে হস্তান্তরের পদক্ষেপ নিয়েছে যা প্রশংসার দাবীদার।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান মনি, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রভাষক মর্জিনা ইসলাম, অধ্যক্ষ আবু সাইদ, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ লুৎফুন্নাহার লুনা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ নাগিব মাহফুজ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির উপস্থিতে ৫০% ভর্তুকিতে ০৮টি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন কৃষকদেরকে হস্তান্তর করা হয়। *আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা*

# আমচাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ ও বিনামূল্যে উন্নত

*শেষ পাতার পর*

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে আমচাষি ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সভায় আমচাষি ও উদ্যোক্তারা আম চাষ ও রপ্তানির বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। আমের সংরক্ষণ সমস্যা সমাধান, ভাল ফুড ব্যাগ ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণের ব্যবস্থার জন্য দাবি জানান। পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষকের মাঝে উচ্চফলনশীল বারি আম-৪ ও বারি আম-১১ (বারোমাসি) জাতের আমের চারা বিতরণ করেন।

বারির মহাপরিচালক ড. মো: নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্থানীয় সংসদ সদস্য সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, সংসদ সদস্য ফেরদৌসী ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, সাবেক ডিজি হামিদুর রহমান, ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো: মঞ্জুরুল হাফিজ, পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকিব, কৃষিবিদ বদিউজ্জামান বাদশা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পিএসও হরিদাস চন্দ্র মোহন্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# সম্প্রসারণ বার্তা

৪৫তম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা
❑ বৈশাখ-১৪২৮ বঙ্গাব্দ; এপ্রিল-মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

*অনুষ্ঠানে কৃষকের মাঝে উচ্চফলনশীল জাতের আমের চারা বিতরণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

## আমচাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ ও বিনামূল্যে উন্নতজাতের চারা দেয়া হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

আমচাষি ও উদ্যোক্তাদেরকে মাত্র ৪% সুদে বিশেষ ঋণ ও আম বাগান স্থাপনের জন্য বিনামূল্যে উন্নতজাতের চারা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, সরকার আমের উৎপাদন বাড়াতে নিরলস কাজ করছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো উন্নতজাতের আম ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ফলে আমের বাণিজ্যিক উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সরকার আমের রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ আম উৎপাদন এলাকায় ৪টি ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে আমের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি সহজতর হবে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৬ মে ২০২১ বৃহস্পতিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) আঞ্চলিক

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২*

*বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ধানের প্রদর্শনী প্লটসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

## মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর হিট শকে ধান ফসলের মাঠ পরিদর্শন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) রোববার ১৮ এপ্রিল ২০২১ পরিদর্শনে আসেন। সম্প্রতি দেশ জুড়ে উচ্চ তাপমাত্রা বা হিট শকে ধান ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মতো বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ধান গবেষণার মাঠে এসে উপস্থিত হন। তিনি ধান গবেষণার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখেন এবং ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। এ সময় ব্রির গবেষণা মাঠে উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল ধান, বিভিন্ন রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী ধানের জাত, অধিক ফলনশীল ধান, হাইব্রিড ধান, এবং দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত কালো ধানসহ বিভিন্ন উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ধানের প্রদর্শনী প্লটসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় এক প্রশ্নের

**কৃষকের কল্যাণে কাজ করার জন্য ব্রির বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন**

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

*ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

## আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত থাকবে– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশের মানুষের জন্য পুষ্টিসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এটি বর্তমান সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পুষ্টিসম্মত খাবার নিশ্চিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। এ খাতে গত ১০ বছরে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে, উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে ও সার্ভিস দেয়া হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে পারলে, দেশ যেমন দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে তেমনি আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য, হাঁস-মুরগি, দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে উদ্বৃত্ত থাকবে।

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*


সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd